গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৫.২০. ৪২৫

তারিখ: ১৮ শ্রাবণ ১৪২৮ / ০২ আগস্ট ২০২১

অভিযোগনামা

আপনি জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩), সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, "ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০(দশ) টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প"।

যেহেতু, উক্ত প্রকল্পে আপনার বিরুদ্ধে মূল ডি.পি.পি হতে আর.ডি.পি.পি. প্রস্তুতকরণে সম্পূর্ণ দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ও দুর্নীতির অভিপ্রায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বাবদ ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা হতে ব্যয় বৃদ্ধি করে ৭৩২,৪১,১৮,৩৪৭/= (সাতশত বত্রিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার তিনশত সাতচল্লিশ) টাকা নির্ধারণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আর.ডি.পি.পি,তে যথাক্রমে ঢাকা শহরের নিকটবর্তী ৬ (ছয়) টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন এলাকায় বাস্তবে কোন বৃহৎ গাছপালা ও অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও গাছপালা অবকাঠামো (যদি থাকে) উল্লেখ করে প্রায় ১০১ (একশত এক) কোটি টাকার উপরে ও নারায়ণগঞ্জে ০১ (এক)টি প্রকল্পে নাল শ্রেণীকে ভিটি শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে প্রায় ২৪,৪৭,০০,০০০ (চব্বিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে এবং উক্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু, আপনি সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও উক্ত প্রকল্পে সদস্য-সচিব হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ এর মূল্য তালিকা যাচাই বাছাই করে সম্পূর্ণ দূরভিসন্ধিমূলকভাবে, দুর্নীতির অভিপ্রায়ে মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে আর.ডি.পি.পি.প্রস্তুতকরণের সহায়তা করেছেন ও আর.ডি.পি.পি.এর প্রতি পাতায় স্বাক্ষরের পর তা অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর অগ্রায়ন করেছেন এবং উক্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু, প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উক্তরূপ কার্যকলাপ শৃঙ্খলা ও আচরণ পরিপন্থী যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সেহেতু, আপনাকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। আপনার বিরুদ্ধে বর্ণিত বিধি ৪(১) এর আওতায় কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার কারণ এ বিধির ৭(১) (খ) ধারা অনুযায়ী অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তাও আপনার জবাবে উল্লেখ করার জন্য বলা হলো।

যে অভিযোগবিবরণীর ভিত্তিতে এ অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০২/৮/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্থায়ী ঠিকানা:
জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩)
পিতাঃ- মো: আব্দুল্লাহ আল আছির, মাতা:- মোসা: রেহানা খাতুন
গ্রামঃ পেচিবাড়ী, ডাকঘরঃ সাহানগাছা, উপজেলাঃ+ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

বর্তমান কর্মস্থল:
জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩)
সদস্য সচিব ও সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অভিযোগবিবরণী

জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩), সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, "ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০(দশ) টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প"।

যেহেতু, উক্ত প্রকল্পে তাঁর বিরুদ্ধে মূল ডি.পি.পি হতে আর.ডি.পি.পি প্রস্তুতকরণে সম্পূর্ণ দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ও দুর্নীতির অভিপ্রায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বাবদ ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা হতে ব্যয় বৃদ্ধি করে ৭৩২,৪১,১৮,৩৪৭/= (সাতশত বত্রিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার তিনশত সাতচল্লিশ) টাকা নির্ধারণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আর.ডি.পি.পি-তে যথাক্রমে ঢাকা শহরের নিকটবর্তী ৬ (ছয়) টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন এলাকায় বাস্তবে কোন বৃহৎ গাছপালা ও অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও গাছপালা অবকাঠামো (যদি থাকে) উল্লেখ করে প্রায় ১০১ (একশত এক) কোটি টাকার উপরে ও নারায়ণগঞ্জে ০১ (এক)টি প্রকল্পে নাল শ্রেণীকে ভিটি শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে প্রায় ২৪,৪৭,০০,০০০ (চব্বিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে এবং উক্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু, তিনি সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও উক্ত প্রকল্পে সদস্য-সচিব হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ এর মূল্য তালিকা যাচাই বাছাই করে সম্পূর্ণ দূরভিসন্ধিমূলকভাবে, দুর্নীতির অভিপ্রায়ে মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে আর.ডি.পি.পি প্রস্তুতকরণের সহায়তা করেছেন ও আর.ডি.পি.পি-এর প্রতি পাতায় স্বাক্ষরের পর তা অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর অগ্রায়ন করেছেন এবং উক্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু, প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ শৃঙ্খলা ও আচরণ পরিপন্থী যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উপযুক্ত কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে অভিযুক্ত করা হলো।

০১/০৮/২০২৩

(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব